শতরূপা

জহুরুল আলম

আনন্দধারা

শতরূপা

SHATARUPA

জহুরুল আলম

প্রথম প্রকাশ

পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

আনন্দধারা
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৬৪৩২৯১৪৯৬

পরিবেশক

গতিধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৭০৩৩৭৮৭৯৬
e-mail : gatidhara@gmail.com
website : www.gatidhara.com

প্রচ্ছদ

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ

মা প্রিন্টার্স

আনন্দধারা

ISBN: 978-984-8951-02-6

সূচিপত্র

অনল পাষাণতলে



নীরব পাহাড় হয়ে দূরাচলে গেলে রয়ে,
হয়তো ঘুমিয়ে কি'বা একাগ্রে আছ চেয়ে,
সুদূর হতে দেখা, মৌনতার মাঝে একা
দাঁড়িয়ে সকল ঋতুতে,
সুবলিত সুস্থির মৌনতার প্রতীক,
প্রশান্ত দিবসে রজনীতে।

তোমার পাষাণতলে আগুন সতত জ্বলে,
কতনা দহন-জ্বালা তোমার অন্তস্থলে!
অন্তহীন অস্থিরতা তোমার হৃদয়তলে
নিরবধি তোমারে পোড়ায়,
আকাশ-সাগর-বন, বৃষ্টি-মেঘ-পবন
কারোরই না জানা কভু হায়!

পাখিরা নীড় গড়ে থরে থরে প্রস্তরে,
সাগর হতে মেঘ দিন রাত আসে উড়ে,
সহস্র জীবন সদা বিরাজে তোমার পরে,
শুভ্র মুকুট শিখরে,
দু:খের পাহাড়, তোমায় কেউ শুধালোনা হায়,
কত জ্বালা তোমার গভীরে!

কখনো শীতল বায় পরশ বুলিয়ে যায়,
আকুল মেঘের বারি ঝরে অঝোর ধারায়,
শত সুখের পাখি প্রভাতে দিবসে গায়,
সাগর তোমারে ছুঁয়ে যায়,
তোমার পাষাণ হায় কত দহন জ্বালায়
নিরন্তর জ্বলে-পুড়ে যায়!

অনল বক্ষে নিয়ে মৌন প্রতীক হয়ে
মহজলের তটে স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে
সকল আনন্দ তুমি দেখিছ নীরবে চেয়ে,
নিজেরে করেছ ম্রিয়মান,
মুকুট ঊর্ধ্বে ধরে আপন শিরের পরে
দাঁড়িয়ে পাষাণ সুমহান।

তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪



শতরূপা



সাগরপাড়ের দ্বার খুলে দেখা আরবার,
সেথায় দুরন্ত পারাবার
কোটি লহরিমালায় উতল দখিনা বায়
তটে মাথা কোটে বার বার।

তোমারে খোঁজার ছলে অসীমে দৃষ্টি মেলে
তাকানো আমার দিগভালে,
বলাকারা উড়ে যায় সুদূরের ঠিকানায়,
কোথায় তুমি গো জলে-নীলে?

শুভ্র মেঘের বেশে হঠাৎ শুধালে এসে,
গেলে কি আমারে ভুলে পরানে অবশেষে?
আমি যে তোমারি তরে এখনো পড়িনি ঝরে
কালো মেঘ হয়ে বনছায়,
শুধু চেয়ে দেখিবারে সকল প্রহরে আমি
উড়িছি তোমার ঠিকানায়!

সুন্দরী জলকণা, গগনে মেলিছ ডানা,
অপরূপ সাজে মোর গগনে ওড়াও ভেলা,
কত প্রহর তোমায় দেখিছি দাঁড়িয়ে একা,
তুমি মোর সেই নিরুপমা?
শুধানো হয়নি হায় আকুল ফাগুন বায়,
এখনো না বলা "প্রিয়তমা"!

কেমনে ভুলি তোমায়? প্রাণের মণিকোঠায়
বিরাজিছ বধু তুমি আমার অর্চনায়,
কতনা মোহিনী সাজে এসেছ প্রভাতে-সাঁঝে,
শতরূপা-মোর ভালোবাসা,
সদা অনঙ্গে এলে, বুঝি ভালোবেসে গেলে,
কল্পলোকের প্রত্যাশা!

তারিখ: ২৫.০১.২০২৪



গোকুলের ব্যর্থ কাহিনী

এ জনমে কভু আর সময় হলোনা তার
বৃন্দাবনে ফিরে যাবার,
রমনী আলিঙ্গনে, সমরে, সিংহাসনে
শ্যাম মহারাজ মথুরার।

কখনো না মনে পড়ে, কী আকুলে ঝরে পড়ে
আঁখিলোর রাধার নয়নে,
না পাওয়ার বেদনায়, বিরহ ব্যাকুলতায়
কত আলোড়ন প্রান্ত্য প্রাণে!

শূণ্য কুঞ্জনীড়ে নীল যমুনার তীরে
পাগল পবন আজি যাতনায় সরসরে,
বাঁশীর প্রণয়সুর বাজেনা অন্ধকারে
নিঝুম রাতের নিবিড়ে,
শূণ্যতায় ভরা ব্যর্থ কাহিনী শুধু
হিয়ামাঝে কুহরে ফিরে।

বিরহিনীর ব্যথায় যমুনা আকুলে ধায়,
বাউল পবন রাতে দীর্ঘশ্বাসে বয়ে যায়,
জোনাকির দীপাবলী বৃথাই পুড়িয়ে চলে
শত শিখা কুঞ্জনীড়ে,
গোকুলের সে আকাশে শত তারা প্রতিভাসে,
নীরবে শিশির ঝরে পড়ে।

দু:খিনী যমুনা বলে: এসো গো অতলে মোর,
শান্তি গহীনে মোর আস্বাদ জনমভর,
বৃথা পথপানে চেয়ে ঝরিওনা আঁখিলোর,
নিবাসো নিবিড়ে আমার,
উঠিও নুতন বেশে আলোকপ্রভায় ভেসে,
যদি কভু ফিরে সে আবার।

তারিখ: ১৮.০১.২০২৪

শঙ্কিত প্রাণ

যতবার বলি: তোমায় ভালোবাসি,
চকিতে ফিরে তাকাও,
বাহুডোরে পড়ে ভেসে আঁখিনীরে
কী কথা বলিতে চাও?

প্রেমের বাণীতে সুখে না ভেসে,
মোর পানে কেন না তাকানো হেসে?
আকুলিত মোরে না ভালোবেসে
শোক সায়রে ভাসা,
কী দু:খ প্রাণে সদা বয়ে যায়,
হৃদয়ে কী হতাশা!

বুকে টেনে বলি: ওগো মোর পাখি,
সতত তোমায় প্রাণে ধরে রাখি,
তোমারি তরে শত গান লিখি,
প্রাণে আঁকি আলপনা,
তুমি যে আমার শত জনমের
প্রধূপিত কামনা।

ভালোবাসা-গান পেড়ায় কি প্রাণ?
হিয়ার অর্ঘ্য করে যাবো দান,
যত দেওয়া, কভু নি:স্ব না হওয়া
তব তরে প্রেমধার,
অবারিত প্রাণে আকুলিত বানে-
সমাপ্তি নাই যার।

আকুল ধারে শুধু গলে পড়ে
লুটিয়ে আমার বক্ষপরে
বলে গেলে ফের ভেসে আঁখিলোরে:
এত সুখ মোর সওয়া,
হবে কি প্রাণে, দিবা অবসানে
যদি তোমাবিনে রওয়া!

তোমার বিরহে না রহিতে চাই,
তব প্রেমধার সদা যেন পাই,
তোমা হতে যেন না হারিয়ে যাই
বিরহ প্রপাত ঢালে,
এত সুখ মোর হারাবার ভয়ে
সদা ভাসা আঁখিজলে।

তারিখ: ১১.০১.২০২৪

মিলন বিরহ অবিরত

যদি তব প্রাণে এত প্রেমধার,
তবে কেন না রয়ে যাবার,
মোর কাননের ফাগুনে শ্রাবণে –
সবুজে-ধারাপাতে
কেন না রওয়া, শুধু ফিরে যাওয়া
অকারণে বার বার!

তোমার তরে জনম জনম
প্রতীক্ষ্য আমি কতনা প্রহর,
কখনো এলে, ভালোবেসে গেলে
লালিমায় ভরালে
হরিদ্রাভ মোর শারদ কানন
পাতা ঝরার সকালে।

বক্ষে টানার, ত্যাজিয়া যাবার
মিলন বিরহ কত শতবার,
মোর বিচরণ সদা রচিবার
প্রশান্তি-শোকগাথা,
সদা রয়ে যাওয়া প্রান্তিকতায়,
অযথা মালিকা গাঁথা।

একদা চিরহরিৎ এ বন
আজিকে পাতা ঝরার কানন,
ফুল-পাতাহীন রিক্ত গাহন
অলব্ধ কামনায়,
হলুদ বনে সবুজ প্রণয়
বিলীন অসীমতায়।

যদি না রওয়া সকল প্রহরে,
কেন ভাসা মোর স্বপ্নবিহারে?
কেন না রয়ে গরশনে সদা
বিরাজিছ অজান্তে?
আমার কলিরে পিষ্ট করি
ছুঁড়ে দিলে প্রপাতে?

তারিখ: ২৭.০১.২০২৪

ভুবন সাদা-কালো



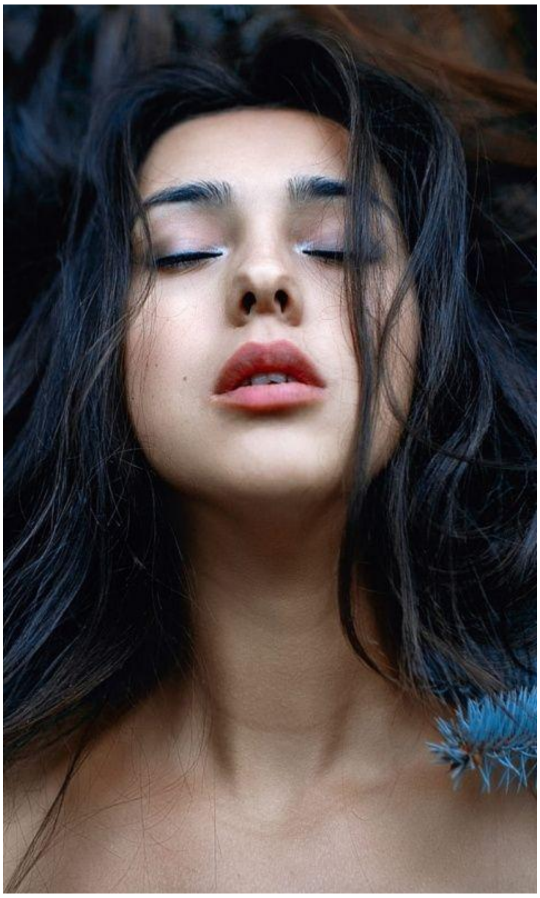
রাতের নগরে শত বাতি জ্বলে অবিরত,
লক্ষ-হাজার দেহ মন্ত্র পড়ে নিয়ত,
নাচে-গানে, সাজে-পানে, আহারে সকলে রত,
শূণ্য প্রাণ সেথা বিচরে,
রঙ্গীন রাত্রিগুলো রঙ্গীন কভু না হলো,
প্রাণহীন দেহ সেথা ফিরে।

সে চায় তাহার পানে, স্বার্থপরতা প্রাণে,
নি:স্বার্থ প্রেম কোথা হৃত!
ভালোবাসার গানের সুর না বাজেকো প্রাণে,
দেহজ প্রেমে হৃদয় মৃত।

এমন রঙ্গীন দিন, রাত্রি আরো রঙ্গীন,
নিম্নমার্গতায় রয়ে যাওয়া নিশিদিন,
সৃষ্টি করে যাওয়া পলে পলে প্রতিদিন
দেহলব্ধ প্রেম প্রাণহীন,
সুনীলে নীল কোথা? আকাশ খোঁজা বৃথা,
সকল কানন পুষ্পহীন।

তারিখ: ১০.০৩.২০২৪

ভালোবাসি বলে যাও



মন বলে তুমি তার পানে চাও
আঁখি দু'টি মেলে দাও,
নয়নে নয়ন রেখে তারে সদা
হৃদয়ের কথা কও।

নয়ন যে হায় লাজে মরে যায়
পাতার আড়ালে কী আকুলতায়!
নিজেরে লুকিয়ে শুধু ভেসে যায়
আকুলিত বাসনায়,
প্রকম্পিত অধর নীরবে
কত কথা বলে যায়!

প্রাণ বলে দু'টি কথা বলে দাও,
"আমি ভালোবাসি" সে কথা শোনাও,
জানে সে প্রাণে, সে তোমারি প্রাণে,
তবু তা শুনিতে চায়,
লাজে অবিরত রয়ে অবনত
বলনি তা কভু হায়।

শতবার তোহে বেঁধে বাহুডোরে
পরশে পরশে সিক্ত করে
শিহরিত প্রাণে জপিলো সে জন
তোমারে সে ভালোবাসে,
তোমাবিনে তার ভুবন দহনে,
ফাগুন না প্রতিভাসে।

যত শুনে যাও, শুনে যেতে চাও,
বক্ষে জড়িয়ে আরো কাছে যাও,
প্রাণের হরষে গলিয়া অধীর
আপনারে সপে দাও,
তবে কেন দুটি আঁখি না মেলে
তার পানে না চাও?

তারিখ: ১০.০৩.২০২৪



ভালোবাসা অসমর্পিত

অগোচরে সন্ধ্যা ঘনায়-
পাখিরা কুলায় ধায় দিবাকর নিভে যায়
গোধূলি মলিন হলো হায়,
গগন আঁধারে ছায়, শ্রান্ত সাঁঝের বায়
ঠিকানাবিহীন কোথা যায়!

দিবসের কথামালা, যত গান হাসি খেলা
সকলি অর্থহীন প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা,
সাঁঝের আসরগুলোয় সহস্র রংয়ের মেলা
দিনের কাহিনী বর্জিত,
শত দীপের আলোয় সেথায় আঁধার কালো,
ভালোবাসা অসমর্পিত।

ক্ষুদ্র নীড়ের মাঝে সুখের রাগিনী বাজে,
ভালোবাসা লুব্ধতাহীন,
সে নীড়ে সুখের দীপ জ্বলে যায় সুনিবিড়,
সুখধার অন্তবিহীন।

শোকের পাষাণতলে সুখের ফল্গুধারা
তাই খুঁজে চলা শতবার,
আঁধার পাথার হতে সুখবারি খুঁজে নিতে
পাষাণ খোদিত বারবার।

তারিখ: ০৫.০২.২০২৪



ব্যর্থ দিবাকর

প্রাতের রাঙ্গা তপন মেলে দিলো নয়ন,
প্রাণে তার দীপ্ত স্বপন,
লালিমাধারে কানন ভাসাবে অনুক্ষণ,
শত রঙ্গে রাঙ্গাবে ভুবন।

বেলা দ্বিপ্রহর যবে ভুবন কলরবে,
লেনা দেনা মুখর সরবে,
প্রশান্তি লীনতায় স্বার্থের কালোছায়,
অশান্তিদাহ প্রাণে প্রাণে।

পরস্ব সদা হরণ, ব্যাভিচারেতে গমন
ভ্রান্তি-ক্লেশ-মিথ্যামাঝে অশুভ বিচরণ,
দখল-শোষণমাঝে নিষ্‌ঠুর আগ্রাসন,
অত্যাচারে অপার নিপতন,
কভু কারো কেহ নয়, হিংসা কলঙ্কময়,
অশুদ্ধ কালিমা লেপন।

প্রভাতের দিবাকর বিষাদে জরজর,
রুদ্র রোষে ছড়ায় আগুন ভুবনপর,
পোড়াতে চাওয়া তার অশুভ চরাচর,
প্রবল প্রতাপে ধেয়ে যাওয়া,
তবু দুর্বল কাঁদে, সবল প্রতাপে রয়,
ভুবনের তেমনি রওয়া।

ব্যর্থ দিনমণি ধায় গোধূলির সীমানায়,
প্রাণ কুহরে মরে আপন অক্ষমতায়,
ম্লান আভা বিকিরণ অপার লীনতায়,
কেবলি অস্তাচলে ধায়,
সর্বকালের তরে নিভে যেতে চাওয়া তার,
না ফিরে আবার পূর্ণতায়।

প্রতি প্রাতে তবু আসে নুতন দিনের আশে,
সে প্রত্যাশা দুরাশা,
হিংসা-হানাহানি প্রকটে বাধা না মানি,
ব্যর্থ রবি ফিরে বার বার।

তারিখ: ১৭.০১.২০২৪

বিস্মৃতি অন্তরালে



(শুধু) একটিবারের তরে তোমার হৃদয়জুড়ে
রয়ে যেতে তটিনী হয়ে,
তোমার আকাশজুড়ে অঝোর শ্রাবণধারে
কতকাল পড়া মোর ঝরে!

না চেয়ে সে ধারাপানে, না এসে আমার সনে
কভু চিনে নিলে না মোরে,
অজানা ভুবনপাড়ে রয়ে গেলে চিরতরে
নীরন্ধ্র বিস্মৃতি ওপাড়ে।

অবরুদ্ধ তোমার সকল স্মৃতির দ্বার
বিরহিত সুখ সমাহার,
প্রতি দিবসে রাতে বন্ধ দুয়ারপাড়ে
নির্বাক স্মৃতির পাহাড়!

বিরচিত ভালোবাসা দুর্লঙ্ঘ্য বদ্ধ আশা
তোমার বিস্মৃতি সীমানায়,
কভু না বোঝা তোমার ব্যাকুলতা কত বার
বদ্ধ দ্বারে মাথা কুটে যায়!

রয়ে যাই সংগোপনে তোমার হৃদয়কোনে
পরশনে তৃষা নিবারিতে,
নীরব প্রান্ত্য প্রানে প্রদীপ জ্বেলে সে কোনে
সতত তোমারে দেখে যেতে।

তারিখ: ১৫.০৩.২০২৩

পাদুকা

কত দু:খ প্রাণে হায় পাদুকা নাই যে পায়,
কেমনে নদীর ঘাটে যাওয়া?
পা দু'টি আজো সবল কেন মিছে হুতাশন?
দু'কদমে নদীতটে যাওয়া!

পদযুগলে দামী জুতো পড়ে ভূস্বামী,
হাঁটার সাধ্যি নাই হায়,
পরের কাঁধে চড়ে, দু'হাতে ভর করে
নদীতটে কী সুখে বেড়ায়!

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৪

বসন্ত এলো আজি



(আজি) সকল কাননপাড়ে বসন্ত এলো ফিরে,
নুতন পাতারা শাখে পল্লবে উঁকি মারে,
অবুঝ কলির দল নবনীত সমীরণে
আঁখি মেলে পাতার আড়ালে,
শীতের জড়তা ভেদী গতির অন্বেষণে
বসন্ত এলো বনতলে।

দখিনা মন্দবায় কী আকুলে বয়ে যায়,
নব যৌবন ভবে কী সাড়া জাগিয়ে ধায়!
সকল ভুবন আজি ফাল্গুনী গেয়ে গেয়ে
নুতন কাহিনী রচে যায়,
বিহঙ্গ কলতানে ফাগুন এলোরে বনে
নুতন দিনের কামনায়।

গগনে গগনে আজি শত পাখি কলতানে
ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জনে,
ঝর্ণা পাগলপারা ছুটে চলে দিশেহারা
ডাকপারা সাগর পানে।

প্রাণে প্রাণে শত গানে, নব স্বরলিপি তানে,
প্রেম এলোরে ভুবনে ফাগুনের আহ্বানে,
ফাল্গুনী বয়ে যায় কী মধুর আলাপনে
নবনীত আন্দোলনে,
নব বসন্তে বনে প্রভাত লগন আজি
আকুলিত আলোড়নে।

তারিখ: ১৮.০২.২০২৪

ফিরে আসা



বার বার তুমি ডেকেছ আমায়
যখন যেভাবে আছিলে যেথায়-
নীড়ের পানে ছায়াবীথীতলে,
পৌষের মেলায়,
পথপানে চেয়ে আছিলে তুমি
আমারি প্রতীক্ষায়।

যতবার তুমি ডাক দিয়ে গেলে,
নীরব ছিলেম কতনা ছলে!
তুমি চেয়েছিলে অর্ঘ্য দানিতে
খুলে হৃদয়ের দ্বার,
মুক্ত সে দ্বার ফাগুনে শ্রাবণে
শুধু ছিলো আমার।

সারা ভুবনের শত বন্দরে
নোঙর ফেলেছি যথা যার তরে
কখনো কোন সান্ধ্য আসরে
শত মানুষের ভীড়ে
হঠাৎ আমার পড়েছে মনে
তুমি চেয়ে মোর তরে!

শেষ গোধূলির কনক আভায়
জীর্ণ তরী ফিরে চলে হায়
ফেলে আসা তোমার বনছায়-
আপনার ঠিকানায়,
সেথায় যে হায় তুমি রয়ে গেছ
আমারি প্রতীক্ষায়!

আজ দিবসের প্রান্তিকে এসে
আগের মত শুধু ভালোবেসে
নিবে কি মোরে সেই বাহুডোরে
ভাঙ্গা নীড়ে দিবে ঠাঁই?
আজিও কি তুমি আমারি তরে
প্রতীক্ষ্য সে বনছায়?

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৪

পেখম ছড়ানো নিশিদিন

যুগল পাখি তোমার উদ্বেলিত বার বার
সোহাগে যতনে ভালোবাসি,
তোমার অঙ্গমাঝে ভাদর ডাকিছে বানে
লহরিমালায় উচ্ছাসি।

মহামিলনের ক্ষণে শ্রাবণের আলাপনে
নুতন কাহিনী রচে ফেরা,
আমার দু বাহুডোরে কামনার স্রোতধারে
বার বার জ্বলে পুড়ে মরা!

এমনি প্রতিটি দিন প্রাপ্তি বাঁধনহীন,
অঙ্গে অঙ্গে নানা রঙ্গে বিরতিহীন,
অনুরাগের বানে কামনার আলোড়নে
পেখম ছড়ানো নিশিদিন,
আদরে আদরে জোড়া পাখিরে বক্ষে ধরে
মিলন গাহন অন্তহীন!

তারিখ: ২১.০১.২০২৪

নীল বেদনা

সারাটি জনমভর শত সহস্র প্রহর
পথপানে শুধু চেয়ে থাকা,
প্রভাতের গাঁথা মালা নীরব গোধূলিবেলা
রিক্ততার গানে তুলে রাখা।

গোধূলির অন্তরালে সন্ধ্য নামে দিগভালে,
রাতের তারারা সবে নীলিমায় আঁখি মেলে,
নিশির বিহঙ্গকূল ডানা মেলে উড়ে চলে,
মোর প্রাণ শুধু রয়ে যায়
একেলা নীড়ের মাঝে আঁধারে দুয়ার খুলে,
বিরতিবিহীন বাসনায়।

প্রতি দিবসে-রাতে, প্রতি সন্ধ্যায়-প্রাতে,
একই গান গেয়ে চলা তোমার অভিসারে,
বিরহক্লান্ত প্রাণ রচেনা নতুন গান,
নুতন ছন্দ কোথায় পাওয়া?
প্রাণের কথাবিহীন যাতনায় নিশিদিন
প্রান্ত্য পরানে রয়ে যাওয়া।

নুতন সুর্য আসে প্রতি প্রাতে দিগভালে,
নুতন কলি নিয়ত আঁখি মেলে বনতলে,
বসন্ত সমীরণে সকল ভুবন দোলে
বিমুক্ত সকল কামনায়,
মোর ভুবনজুড়ে শ্রাবণ অঝোরে ঝরে
আশাহত নীল বেদনায়।

তারিখ: ২৮.০৫.২০২৩



নীরব দুপুরে লিখে যাই



তোমায় লিখেছি কতবার!
পত্রে পত্রে শত ছত্রে ছত্রে মোর
আকুতি ঝরেছে বার বার।

কোথায় কেমনে থাক, নিজেরে কি দেখে রাখ,
মনে কি রেখেছ আমায়?
কতবার কত কথা, কত প্রাণের বারতা
শতবার লিখেছি তোমায়।

জবাব পাইনি কভু, লিখে লিখে যাওয়া তবু,
নীরব দুপুরে কি'বা রাতের আলোতে নিভু,
ঘুম হতে জেগে উঠে জীবনের অন্তরালে
প্রাণে ধরে রেখেছি তোমায়,
প্রতিদিন শতবার হৃদয় করে আঁধার
প্রতীক্ষ্য চিঠির আশায়।

নুতন ভুবনে নব জীবনের আলোড়নে
সময় কোথা তোমার আমারে রাখার মনে!
আলোকমালার দেশে আনন্দ-গানে ভেসে
রয়ে গেলে অন্য প্রাণে,
কখনো ছিলেম আমি হৃদয়ের মণিহার
ভুলে গেলে অন্য গানে!

সকল রাতের শেষে শুকতারার বেশে
কল্পিত ভালোবাসা তাকায় নির্নিমেষে
ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ে বাতায়নপাশে,
নীরবে প্রভাতে মিলায়,
আমার কাহিনী আর কতকাল দেখে যাওয়া,
শত না পাওয়ার যাতনায়!

দিবসের কলতানে কভুও না অনমনে
মোদের কাহিনী ভুলে যাওয়া,
নীরব দুপুরে তাই ফিরে ফিরে লিখে যাই -
এটুকু এখন মোর পাওয়া!

তারিখ: ০১.০৫.২০২৪



নিসর্গ নীরব



সকল কথার শেষে স্তব্ধতা নেমে এলো-
তখন শুধুই অনুভব
গভীর পরশনে দীর্ঘ আলিঙ্গনে
সিক্ত নিসর্গ নীরব।

রাতের প্রহরগুলো কত দ্রুত কেটে গেল,
শত জোনাকির দল মিছেই জ্বালালো আলো,
শিউলি শিশিরে ভিজে সুরভি ছড়িয়ে গেল
পবন পাগল হলো,
তোমার আমার মাঝে যতিরেখা মুছে গেল-
পৃথিবী আমার হলো!

তারিখ: ২৭.০৪.২০২৪

নির্বাসনে একা

শত মানুষের ভীড়ে জনপদে বন্দরে,
অনেক পাখির ভীড়ে কাননে কুঞ্জনীড়ে,
ধাবিত মেঘের ভীড়ে জলকণার বেশে
পথ পরিক্রমা সমাপনে,
গোধূলিবেলার শেষ কনক আভায় আজি
বসে আছি শূণ্য মনে।

দেখেছি প্রলয়ধার, ধ্বংশলীলা অ্পার,
রণ-ঝঙ্কার আর মরণের হুঙ্কার,
শুনেছি ফাগুন গান বসন্তে বার বার,
কত ভালোবাসা কলতান!
রচেছি আপন নীড় প্রেমধারে সুনিবিড়,
শত প্রেমের উপাখ্যান।

এখন গোধূলিবেলা সাঙ্গ হলো সব খেলা,
ম্লান রবির এখন সুবর্ণ পথচলা,
বিদায় রাগিনীমাঝেনির্বাসনে একেলা
আমার প্রহর গোনা,
সাঁঝের প্রতীক্ষায় বিষণ্ন আলোছায়
সুপ্ত স্মৃতির জাল বোনা।

যা কিছু পেলাম যেথা, রয়ে গেল যথা তথা,
শূণ্য প্রাণে সব রেখে দেওয়া অযথা,
খুঁজে ফেরার পালা নিস্প্রয়োজন হেথা,
নির্বাসনে শুধু কাঁটালতা,
সে লতিকা পুষ্পহীন, বিরাজে অন্তহীন,
বিরহ দহনে কোথা সুধা?

তারিখ: ১৩.০১.২০২৪

নিবাস আমার ফিলিস্তিন



জীবন আমার কাছে আগুন-বারুদ-গোলা,
নিদ্রাহীন দু:খ অনাহার,
এখানে শুধু সমর, রক্ত নিরন্তর,
ক্ষুৎ-পিপাসার হাহাকার।

জন্মাবধি মোর কেবলি অন্তহীন
অভাব যাতনা-ভয়, অপ্রাপ্তি প্রশান্তিহীন,
অধিকারহীনতার ধংশস্তুপ বিরতিহীন,
যাপিত জীবন অতি হীন,
রুটি-বস্ত্রহীন দীর্ঘশ্বাসে নিশিদিন,
নিবাস আমার ফিলিস্তিন!

বোমা বিষ্ফোরণে মোর সকালে চমকে ওঠা,
বই-খাতার স্থানে ভারী অস্ত্রের বোঝা,
সকালে খাবার নেই – কোমরে গ্রেনেড গোঁজা,
ছোট্ট জীবন যুদ্ধময়,
বাবা-মা'র স্নেহহীন, ঘরের ছাদবিহীন
জনম আমার দু:খময়!

তারিখ: ২০.০৪.২০২৪

নিদ্রা কোথায় তুমি

নিদ্রা, তুমি হারালে কোথায়
অজান্তে বিরলে,
প্রতীক্ষ্য আমি কত তব তরে
মোর কাছে না এলে!

ভুবন যখন ঘুমের আড়ালে,
তারা অগনন রয় আঁখি মেলে,
নীরব রাতের সাথীহারা মেঘ
দূরপানে যায় ধেয়ে,
আমি বসে মোর বাতায়নপাশে
তব পথপানে চেয়ে।

ঘুম তুমি কেন ভুলে আছ মোরে
অহনিশি অবিরাম?
তোমারে পাইতে নিজেরে শোনাই
ঘুমপাড়ানী গান!

তন্দ্রা, তুমি উধাও হলে
বিরহ অন্তরালে,
যবে প্রেম মোর হারালো সহসা
অজান্তে বিরলে।

পথ হারানোর সেই পথ ধরে
ফিরিছ কি তুমি গহীন আঁধারে?
তোমাবিহনে ক্লান্তি হৃদয়ে,
প্রশান্তি কোথা পাই?
নিদা তুমি একবার এসো
ভুলে যাওয়া ঠিকানায়।

তারিখ: ১৩.০৫.২০২৩



দেখা শুধু লিখার পাতায়



তুমি কি খুঁজিছ মোরে জীবনের চারিধারে,
সড়কে-বাহনে, শত মানুষের মাঝে-ভীড়ে?
কখনো দুপুরে দূরে বিস্তৃত নদীতীরে
তৃষিত দু'নয়ন মেলে?
কামনা করিছ শুধু একবার দেখে নিয়ে
রেখে দিতে হৃদয়তলে?

পরের সকল কালে নীরব রাতের তলে,
ক্লান্ত ভুবন যবে ঘুমের অন্তরালে
ম্লান আলোর শিখায় লিখার সাদা পাতায়
রচে যাবে আমারে স্মরে?
সারাটি দিবস-রাতি আমারে করেছ সাথী,
সারাক্ষণ মোরে মনে পড়ে?

কোথায় নিবাস মোর জাননি জনমভর,
কোন পথে প্রান্তরে নিত্য চলাচল,
কেবলি দেখা মোদের লিখিত পাতার পর
গদ্যে-পদ্যে-বন্দনায়,
আজিও না জানা হায় ইচ্ছার জানালায়
হবে দেখা মূর্ততায়?

প্রাণের আকুলতা হৃদয় মাঝারে রয়
গোপনে-স্বপনে নিরালায়,
কী মায়ার বন্ধনে আমারে রেখেছ বঁধু,
দেখা অদেখার আলোছায়!

তারিখ: ০৬.০২.২০২৪

তোমার গানের উৎস আমি



কভু না জানা ছিলো অন্তরে
এত সুর প্রবাহিত শতধারে,
আমার প্রাণের সব নির্ঝরে
বয়ে চলে উচ্ছাসে,
যারে চাওয়া মোর সহস্র প্রহর
আজিকে সে হিয়াপাশে।

মোর প্রেমডোরে বাঁধিনু তোমারে,
যেতে নাহি দিবো হারিয়ে আঁধারে
অবগাহনিবো তব স্রোতধারে,
রাখিবো প্রাণের গহীনে,
দেখিবো তোমারে যবে প্রাণ চাহে
পরশিবো ক্ষণে ক্ষণে।

তোমার পরশে পরান জুড়াবো,
তব রচনার সূত্র হইবো
তোমার গানের স্বরলিপি হবো
তোমাতেই বিরাজিবো
যে প্রলয়ের উৎস হে তুমি
সে ঝড়ের পাখি হবো।

তারিখ: ১০.০২.২০২৪

তোমার কবিতা পড়ি



তোমার কবিতা আমি পড়ে যাই বার বার
তোমার ছবিখানি দেখেছি সহস্রবার,
কন্ঠধ্বনি কভু শোনা হলোনা আমার,
তবু তোমারেই ভালোবাসি
তোমার বাণীর মাঝে যে কাহিনী বিরাজে-
নিজেরে খুঁজি দিবানিশি।

ভুবনের সব কাজে সকল পথের মাঝে,
সব দু:খ-অনুরাগে, সকল প্রভাতে সাঁঝে
আমার শোক প্রপাতে, দুপুরে, নিশুতি রাতে
তোমার পরশ খুঁজে যাই,
তোমার বাণীর প্রতি অঙ্কে অঙ্কে আমি
নিজেরে তোমার মাঝে পাই!

খাতার পাতার সেই লিখিত অনুরাগ
দাওনি আমারে তুমি, তবু তার শতভাগ
নিয়েছি হৃদয়ে মোর চিরকালের তরে,
কতনা যতনে গেঁথে প্রাণে!
তোমার গানের কলি নিজেরে নিজেই বলি
শাশ্বত তুমি যে মোর গানে!

যদি এ জনমে হায় তোমার দেখা না পাই,
যদি গো তোমার বাণী শুধুই দেখে যাই,
তোমার মুখছবি কেবলি ঝরা পাতায়-
তবু জানি, তুমি ছিলে মোর
প্রাণের প্রদীপ হয়ে সকল অন্ধকারে
শুধুই আমার জনমভর!

তারিখ: ১১.০৫.২০২৪

তুমি প্রভু আমার মাঝে



যাতনা দেবার ছলে কেন বেছে নিলে মোরে,
আরো কোটি প্রাণ ছিলো, রয়েছে চরাচরে,
শতকোটি প্রাণ আরো আসিবে ভুবনপরে,
তবে কেন খেলার ঘরে
খেলিছ আমারে নিয়ে পরম প্রজ্ঞাভরে
মহাকাব্য রচা মোর তরে!

কেমনে কিসের বেশে ছিলাম মহাকাশে
সকল সৃজন আড়ালে,
কারো না আছিলো জানা, জানিতে সবার মানা,
প্রভু, তুমি শুধু জেনেছিলে!

ভুবনে পাঠালে মোরে কুমারী মাতার কোলে,
পিতৃপরিচয়হীন বিচরা ভুবনতলে,
আকাশের নি:শ্বাসে জীবন দানিলে মোরে,
পরিশেষে সেথা তুলে নিলে
যাতনার শেষপ্রান্তে ক্ষুদ্র অবকাশে
তোমার ছায়ায় স্থাপিলে।

সৃজিত আদেশে তব, নিপীড়িত প্রত্যাদেশে,
তিরোহিত তোমারই সকাশে,
আমি কি রয়েছি প্রভু ছিলেম কোথাও কভু?
তুমি ছিলে সদা মোর মাঝে!

তারিখ: ০১.৩০.২০২৪

তুমি আমি রুদ্ধ দ্বারে



তোমারে হৃদয়পরে জনম জনম ধরে
চেয়েছি ভাসাতে তরী অনন্ত পারাবারে,
যতই বিঘ্নতা, যত সীমাহীনতা,
তীর খুঁজে পাবার আশে,
সেথায় বাঁধিবো নীড় বন্ধনে সুনিবিড়,
তুমি যে রয়েছ ভালোবেসে!

অন্তহীন যাতনার ভুবন পরিক্রমার
প্রান্তিকে এসে যবে প্ররানে হতাশাভার,
যেক্ষণে প্রান্ত্য প্রাণে জ্বলে মরা বার বার
অনলকুন্ডে না পাওয়ার,
কী আকুলে ডানা মেলে মোর গগনতলে
এলে তুমি আমাতে রওয়ার!

অনন্ত এ প্রেমধার কভুও না হারাবার,
রুদ্ধ আজিকে মোর হৃদয়ের সব দ্বার,
তোমার নিবাস সেথা কভু না চলে যাবার,
বন্ধ ঘরে তুমি যে আমার!
সেথায় মোদের শুধু ভালোবাসাধারে রওয়া,
রুদ্ধ দ্বার কভু না খোলার।

তারিখ: ২৭.০১.২০২৪

তুমি অভাজন

প্রেম, সে হোক আকাশ-কুসুম,
তার পানে ফিরে চাই,
দিগভালে ফোটা পুষ্প চয়নি
শত মালা গেঁথে যাই।

সে অর্ঘ্য শুধু তারই তরে,
নিরংশ যারে বক্ষে ধরে
দিবসে রাতে সকল প্রহরে
শত গান রচে যাই,
বিধূয়মান মোর সে ভাষায়
ভালোবাসা দিয়ে যাই।

মোর গান, সে কি ঝুমুর ছন্দে,
কাহারবা কিবা ত্রিতালবন্ধে,
একতালে নাকি তেওড়ানন্দে?
নির্ধারিত আমাতে,
আমার আকাশে মোর ভালোবাসা,
তুমি সেথা কিমতে!

মোর গগন কি কালো মেঘে ছায়?
শ্রাবণ কি সেথা সদা ঝরে যায়?
মোর কাননে ফাগুনের গানে
কোন পাখি কলতানে?
সে ভাবনা শুধু মোর ভেবে যাওয়া
হৃদয়ের আলোড়নে।

রচে যাবো আমি ভালোবাসা গান,
রচে যাবো শত স্বরলিপি তান,
গেয়ে যাবো গান যবে চায় প্রাণ,
যে ভাষায় যবে চাই,
তুমি অভাজন, মোর ভুবনে
নাই তব কোন ঠাঁই।

তারিখ: ০২.০৩.২০২৪

তারেই ভালোবাসি



(শুধু) একটি তোমার ছবি দেখে যেতে নিরবধি
প্রতীক্ষা আমার প্রতিক্ষণ,
যখন তখন একা বাতায়ন খুলে দেখা
তুমি কি খুলেছ বাতায়ন?

কতজনা আসে যায়, অর্ঘ্যে শত মালায়,
কতজনাই বিভাসে গগনে, কাননছায়,
সরবে-নীরবে আরো কতজনা হেসে যায়,
প্রেমের কাহিনী শোনায়,
পরান যে ভাবে শুধু একজনার কথা,
যাচিছে তারেই পূর্ণতায়!

ভুবনের যত গান, সম্মিলিত ঐকতান,
যেথায় যত সুর সমস্বরে বহমান,
কথামালা শতধারে সতত প্রবাহমান,
শত স্তব-স্তুতি জয়গান,
সকলি কী সাধারণ! শুনে চলা অকারণ,
কিছুই কভু না টানে প্রাণ।

শুধু একটি মুখের হাসি, তারেই যে ভালোবাসি,
তারে নিয়ে শত পথ পাড়ি দেয়া দিবানিশি,
তারেই বলিতে চাওয়া: আমি কত ভালোবাসি
শুধু তারে আলোতে আঁধারে,
সকল ভুবন ত্যাজি তারেই খুঁজিছি আমি
রেখে দিতে প্রাণের আধারে।

তারিখ: ১২.০২.২০২৪

তাকালো আমার পানে



যত ফুল-পাখি-তরু কাননে
সবারে শুধাই কুন্ঠিত প্রাণে:
সবুজ বনের শত সখী মোর
কহ মোরে, কারে বলি?
গোপনে তারে বেঁধেছি প্রাণে,
শুধু তার পথে চলি।

সে কি জানে কী'বা না জানিলো, তাতে
কিছুই না যায় আসে,
কোনদিন তারে পুছিনি, সে জন
আমারে কি ভালোবাসে?

যেক্ষণে নয়ন ফেলিলো নয়নে,
কী শিহর বওয়া প্রাণে!
যে ক্ষণে পরান কাড়িলো হাসিতে
শিহরিত নিরজনে!

প্রভাতের গানে অজানা কী তানে
পশিলো সে জন আমার পরানে,
কহিলো কী কথা মোর কানে কানে
ফাগুনের আলাপনে,
সে হতে আমি শুধু তারে মানি,
আর কিছু নাহি জানি।

পরশিলো সে কি বাহুতে আমারে,
বেঁধে নিল কভু তার বাহুডোরে,
কহিলো কি কথা অন্তরে মোরে,
কিছুই বুঝিতে নারি,
(আমি) বিলীন হইতে বক্ষে তাহার
মহাকাল দিব পাড়ি।

কোন একদিন চলিতে ভুবনে,
কভুও নিভৃতে একা বিচরণে,
হয়তোবা যবে অপার মরণে
আসিবো তার স্মরণে,
চাইবে সে তদা সেদিনের মতো
লইবে বক্ষে টেনে।

প্রথম হইতে অপরিমিত কাল
সে রয়ে যাবে শুধুই আমার,
তাহারি পরশে সদা ভালোবেসে
রইবো জনমভর,
তাহারি সঙ্গে অসীম অনঙ্গে
বাঁধিবো আমার ঘর।

তারিখ: ৩০.০১.২০২৪



তখনো তুমিই ছিলে


shutterstock.com · 637788649

যখন আমি ‘কেউ না’ কোথা,
তুমিও তো সাথে আছিলে সেথা,
দু’জনে দোঁহারে দেখেছিনু তদা
’কিছু না’র সেই দেশে,
তখনো তো তুমি আমারে দেখিতে
এমনই ভালোবেসে!

অজানা অচেনা সেই মহালোকে-
অপার্থিব সেই দ্যুলোকে
এমন করেই স্পর্শিতে মোরে
বিমূর্ত অঙ্গনে,
অজানা ভাষায়, অচেনা রাগে
গাইতে আমার সনে!

মহাকালের সেই ওপাড় হতে
আমারে হঠাৎ হারিয়ে যেতে
এপাড়ের এ মূর্তলোকে
দেখেছ অশ্রুপাতে,
এ ভুবনে তুমি চলে এলে তাই
আমারেই খুঁজে নিতে!

তারিখ: ২০.০৩.২০২৪

ডেকে নিও মোরে সেক্ষণে



তোমার সকল বনে আগুন লাগে যেক্ষণে,
গগনে তপন জ্বলে রুদ্র অনলবানে,
সকল হৃদয় যবে যাতনায় আলোড়নে,
তখন খুলিও সব দ্বার,
শীতল বরিষধারে নিবারিবো সব জ্বালা
সুধাবারি ঢেলে বারবার।

সকল কোঠর যবে পুড়ে পুড়ে ছারখার,
অনিবারিত যবে চোখের জলের ধার,
শত অলব্ধতায় রয়ে যাওয়া কত বার!
তখন না রয়ে হুতাশে,
আমারে ডেকে নিও তোমার হৃদয়মাঝে
একটুখানি ভালোবেসে।

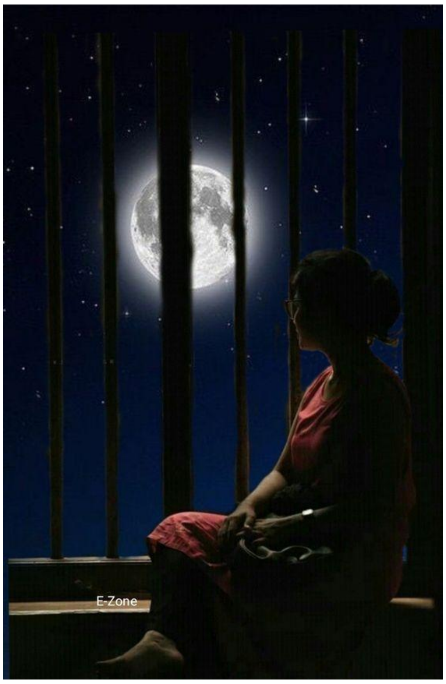
তোমার আগুন যত নিবারিতে অবিরত
সহস্র প্রহর আমি অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে রত,
স্বর্গ-দুয়ার হতে অনন্ত সুধাবারি
জড়ো করি হৃদয়তলে,
তোমার সুখের ঘর গড়িতে জনমভর
যাতনা সওয়া পলে পলে।

যেক্ষণে প্রাণে তোমার প্রদীপ না জ্বলে আর,
গগনজুড়ে কেবল নিরন্ধ্র অন্ধকার,
প্রহেলিকাধারে পথ শত খুঁজেও না পাবার,
সেক্ষণে স্মরিও প্রিয় মোরে,
শত দীপাবলী জ্বেলে আসিবো তোমার নীড়ে
ভরে দিতে আলোকধারে।

তারিখ: ০২.০৪.২০২৪

জ্বলুক আগুন যত

জহুরুল আলম



শুধু আমারে অনলপ্রদাহে
আরো শতবার পোড়াবার ছলে
মোর আঙ্গিনার মাধবীতলে
দেখা দিয়ে যাও চলে,
অন্য কাননে ফিরে ফিরে চাও
আমারে না কিছু বলে!

রাতের প্রহরে জেগে রই ঘরে,
নেভা দীপ নেভা রয়ে যায় পড়ে,
দৃষ্টি প্রসারী নিকষ আঁধারে
তোমারে খুঁজে বেড়াই,
ওপাড়ে তোমার খোলা জানালা
নিশীথের কালো ছায়।

প্রশান্ত প্রাণে স্বপ্নের দেশে
ডানা মেলে দিয়ে চলেছ ভেসে
অন্য কারে বেঁধে বাহুপাশে
ঘুমের অবকাশে,
আর কভু কি দেখা দিবে না
আমার নীল আকাশে?

খোলা জানালায় ডাক দিয়ে যায়
গহীন রাতের নি:সঙ্গ বায়,
পাগলপারা কোথা ধেয়ে যায়
অজানার ঠিকানায়,
রাতের শীতল তারার অশ্রু
শার্শিতে রেখে যায়।

ছিন্ন বাঁধন তবু ধরে রাখা
কত কালের কত সোহাগ মাখা,
সে বাঁধনে কত ছবি আছে আঁকা
রয়ে যেতে শাশ্বত
প্রাণের অতলে আগেরই মতো-
জ্বলুক আগুন যত!

তারিখ: ১১.০৪.২০২৪



চাঁদ

রাতের নিবিড়তায় একাদশী নিভে যায়,
না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস আঁধারে বহিয়ে যায়,
আমার না বলা কথা অস্তাচলে মিলায়,
নিরন্ধ্র আঁধারিমায়,
মোর শূণ্য নীড়ে বার বার নিভে নিভে
আশার প্রদীপ জ্বলে যায়।

প্রতি সাঁঝে চাঁদ এসে মোর পানে চেয়ে হাসে,
রয়ে যেতে চায় বুঝি সারা রাত মোর পাশে,
সে শশী গগনে ভাসে পরিপূর্ণ অভিলাষে,
আঁধারে মিলায় দীর্ঘশ্বাসে,
পূর্ণতাহীনতায় অপ্রাপ্তি নি:স্বতায়;
ফিরে আসে পাবার আশে।

ওগো শশী সর্বনাশী, শুধু গেলে ভালোবাসি
সুদূর গগনে বিভাসি,
কভু না আসিলে মোর মর্ত্যলোকের নীড়ে,
আরো কাছে মোরে প্রত্যাশি।

তোমার আসা যাওয়া, পূর্ণতায় না পাওয়া,
শত রাতের মাঝে শুধু শূণ্যতায় রওয়া,
মহাকাশে বিচরণে কেবলি হারিয়ে যাওয়া,
কেমন বিষণ্ন খেলা!
দু:খের সাগরে ভেসে আমারে হুতাশে রেখে
কী'বা সুখ সদা রচে গেলে!

তারিখ: ১১.০১.২৪



কেমনে মুছিবে যন্ত্রণা

কোথা তুমি কার সনে কোনবা সুখাঙ্গনে
এতকাল রয়ে গেলে আমার পরশবিনে,
গরলিত শতধার বহালে আমার প্রাণে,
কোনদিন পড়েনি কি মনে?
তোমার প্রতীক্ষায় কি অপার নি:স্বতায়
কত শোক আমার পরানে!

বার বার কাছে এলে স্বপ্নের দ্বার খুলে,
ঘুমের অন্তরালে কত কথা বলে গেলে,
কত গান গেয়েছিলে ভালোবাসার ছলে
জাগরণে রয়ে সুদূরে,
মোর প্রাঙ্গনে তুমি উঁকি দিলে শতবার
দু:স্বপ্ন রাতের আঁধারে!

এতকাল পর হায় সন্ধ্যাদীপের শিখায়
তোমার মুরতি মোর ভগ্ন কুটীর সীমায়
দেখিছি আলেছায় সাঁঝের কুহেলিকায়
প্রহেলিকাধারে বার বার,
এত বিরহ আমার কেমনে রুধিবার
শোকের সাগর করে পার?

কোন পরিহাসে তব আজিকে আগমন
সহস্র প্রশ্নোত্তর পেলে কি জনমভর
সকল জবাবমাঝে আমারে কি পেলে খুঁজে?
সেথা তব ছায়া কোথায়?
আমার প্রাণের যত অভিমান যন্ত্রনা
কেমনে মুছিবে এ বেলায়?

তারিখ: ১০.০২.২০২৪



কেন চলে গেল

সে'তো নীরবে এলো, শুধু বলে গেল
অবোধ্য ইশারায়,
মোরে ভালোবেসে অনলে জ্বলিছে
অলব্ধ বাসনায়।

কেন সদা রয় নীরবে চেয়ে,
মোর পানে কেন আসেনা ধেয়ে,
প্রেমের পরশে আকুলে জড়িয়ে
বাঁধেনা বক্ষে মোরে?
জানে সে প্রাণে শুধু তারই তরে
পরান কুহরে মরে।

না পাওয়ার ব্যথা সারা লগনে
রেখে দিলো মোরে শত নিপীড়নে,
কেমনে সইবো এমন যাতনা
কুন্ঠিত মোর প্রাণে?
কেমনে রইবো তারে বিহনে
চেয়ে শুধু পথপানে?

না পাওয়ার শোকে কভু কোনদিন
হয়তো নীরবে হইবো বিলীন,
এ বিরহ প্রাণে সওয়া নিশিদিন-
হৃদয় বাধ না মানে,
সুখের পাখিরে বেঁধে রেখে দিতে
পারিনিকো অভিমানে।

যদি গো সে এলো, কেন চলে গেল,
স্মৃতির বাণী সমুখে রাখিলো,
অশান্ত প্রাণে গরল ঢালিলো,
নিজেরেও জ্বালালো,
কেমনে তারে বাঁধিবো নীড়ে,
অজান্তে চলে গেল!

তারিখ: ১৯.০১.২০২৪

কাহিনীর অন্তরালে



আমার কাহিনী হেথা সমাপ্ত হলো আজি,
টেনে দেয়া শেষ যতিরেখা
নীরব অন্ধকারে হঠাৎ স্তব্ধতায়
কাহিনীবিহীন চলা একা।

অশরীরী বিচরণে ভাসিছি মুক্তাঙ্গনে,
কোথায় কেমন আছি না জানা কারো প্রাণে
নিস্তব্ধ মোরে নিয়ে মহাকাল প্রব্রজনে-
অদেখা বিমূর্ত পরশ,
পাওয়া-না পাওয়ার দেশে ব্রজন অবশেষে,
বিরহিত বিষাদ-হরষ!

আঁধারের মধ্যখানে শূণ্য অবগাহনে
কায়াহীন আপনারে খোঁজা অনন্ত গানে,
এ গানের শেষ-শুরু কোথায় কেহ না জানে,
পরিক্রমন মহাকালে,
কাহিনী সমাপ্ত হয়ে আবার শুরু কি হয়
জীবনের অন্তরালে?

তারিখ: ২১.০৩.২০২৪

কড়িকাঠে মরণ ডাকে
জহুরুল আলম



এখন তোমারে হায় না চিনে সে হেঁটে যায়
সে পথে অজানা ঠিকানায়,
কখনো তুমি যে ছিলে হৃদয় অতলে তার,
কত সহজে তা ভোলা যায়!

ললাটে গোলাপি টিপ, পড়নে নীলাম্বরী,
তৃষিত দু'চোখ মেলে
কাঠের দোতালা ঘরে জানালার শিক ধরে
তার চলে যাওয়া দেখে গেলে!

শেষবারের মতো সেজেছিলে তার তরে,
চেয়েছিলে তার নয়নে,
আগের মতোই হেসে যদিগো সে কাছে আসে,
কথা বলে তোমার সনে!

তোমার এটুকু চাওয়া আর কভুও না পাওয়া,
স্তব্ধ পাষাণ প্রাণে নির্লিপ্তে চলে যাওয়া,
যত কথা লিখা ছিলো হৃদয়ে শোনিতধারে
গলে পড়ে অঝোর ধারায়,
এখন অন্ধকারে পরান হাহাকারে,
শ্রাবণ অঝোরে ঝরে যায়!

পথের ভগ্নদেশে ভাঙ্গা ইট হেসে চলে,
পাশের বাড়িতে সেই একই সুর বেজে চলে
প্রাতের তপন ঠিক তেমন করে বিকাশে,
সে শুধু অন্যবিহারে,
না তাকিয়ে তবপানে কঠিন স্তব্ধ প্রাণে
যায় চলে যায় সুদূরে!

দ্বিপ্রহরে নিমডালে দাঁড়কাক ডেকে চলে,
বাউল বাতাসে সেই একই সুর বেজে চলে,
দুপুরে আগুন মেঘ তেমনি ভেসে চলে
শুধু প্রাণ হাহাকারে,
না তাকিয়ে তার পানে পাষাণ বেঁধেছে প্রাণে
চলে গেছে কেন সুদূরে!

পরাজিত অন্ধকারে এখন এসেছ ফিরে
কড়িকাঠ দেখা অভিমানে
দড়ির বাঁধন সেথা ডেকে যায় অবিরত
বেঁধে নিতে সুদৃঢ় বাঁধনে!

তারিখ: ৩১.০৩.২০২৪



কখনো ভুবন মনোরম

ভুবন তখন মনোরম, স্বপ্নবাহিত দু'নয়ন,
কত সুধাধার প্রাণে! কারণে অকারণে
শত কথা কেবলি চয়ন,
প্রাণের সুরের সুতায় মালিকা রচনা কত,
সুখের প্রলেপে অঙ্গন,
পৃথিবী তখন মনোরম।

সবুজ কাননে তদা অবুঝ বিচরণ,
ছোট্ট তটিনী জলে কতনা অবগাহন,
সবুজ প্রাণের মাঝে সুধার প্লাবন শুধু,
অনুরাগে ফাগুন-শ্রাবণ,
প্রাণের অবুঝ কোনে সুখের প্রলেপনে
সতত রঙ্গীন অঙ্গন,
ভুবন মোদের মনোরম।

যত প্রজাপতি ছিলো সকলি উধাও হলো,
যত তুলো মেঘ ছিলো কখন বিলীন হলো,
যত ফুল বনে ছিলো সকলি শুকালো হায়,
অন্য ভুবনে আছি বসে,
সে দু'বাহু আর জড়ায় না বার বার
বক্ষে আমারে ভালোবেসে।

এখন আসা-যাওয়া অতীতে ফেরার তরে,
সেথা রয়ে যেতে কভু মানা,
সুখের বাসরে সেথা বিরহ বিরাজে সদা,
শুষ্ক কলির ফোটা হলোনা!

তারিখ: ১০.০২.২০২৪



কখনো না এলো প্রেম

প্রেম কি কখনো এসেছিলো মোর প্রাণপাড়ে,
কেউ ভালোবেসেছে মোরে?
কোনদিন অকারণে হৃদয় গহীনে কারো
যাতনা আছিলো মোর তরে?

মোরে না দেখিলে প্রাণ অপার বিষাদভারে,
মোর পরশ না পেলে অঙ্গ অনলে পোড়ে,
মোর নীরবতা কারেও ভাসালো অশ্রুধারে,
এমন কি ছিলো কোনদিন?
ভালোবাসাহীনতার একাকী বিচরণে
জীবন আছিলো অর্থহীন?

সারাটি জনম মোর ভুবন পরিক্রমণ,
সকল মহাদেশে কতনা পরিভ্রমণ,
কখনো হিমশৈলে, কভু বিষুবানলে
প্রব্রাজনে কাহিনী গড়া,
অসমাপ্ত রয়ে গেল সকল কাহিনী মোর,
সেথা না অছিলো প্রেমধারা।

দুটি করুণ আঁখির মিনতি দেখিনি হায়,
সাথে রয়ে যেতে কেউ বলেনি যাতনায়,
অশুদ্ধ কলমে তবু ভালোবাসি লিখে যাওয়া
অপার নিঠুর পরিহাসে,
নিজের পানে নিজের তাকানো ক্ষুব্ধতায়,
শোকের সায়রে যাওয়া ভেসে।

তারিখ: ০৫.০২.২০২৪



এলো মোর অঙ্গনে

সারা ভুবনের যত সুর আজি
বাজিছে ঐকতানে,
আনন্দধারে প্লাবন এলো
স্তব্ধ এ প্রাঙ্গনে।

চাইলো যে সে আমার পানে,
ধরা দিলো হেসে মোর অঙ্গনে,
চয়নিলো ফুল মোর কাননে,
বাঁধিলো আলিঙ্গনে,
ভুবনের যত সুবাস ছিলো
সকলি দিলো এনে।

কত অজানা কথা তার বলা,
কত গান মোর তরে গেয়ে চলা
আরো কত শত রচিত সতত
মোর বনে-দিগন্তে,
যেথা তার চাওয়া আমার পানে
রয়ে যেতে একান্তে।

কভু না জানা ছিলো মোর প্রাণে
এত মাধুরীমা বইছে ভুবনে,
এত ফুল ছিলো আমারই কাননে
স্ফুটিত তাহারই তরে,
অজানা যে ছিলো, ধরা সে দিলো
একান্তে বাহুডোরে।

তারিখ: ৩০.০৬.২০২২



একাকী সড়কে



ভাঙ্গা সড়কের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে আছে
আজন্মকাল দেখে যাওয়া,
মাথা উঁচু করে রাখা, অপলকে চেয়ে থাকা,
রাস্তার পাশে জ্বলে রওয়া।

কোথায় যাবে সে আর, মায়ার বাঁধন তার
সড়কের ইটের সাথে,
বর্ষা-গ্রীষ্ম নেই, সকল ঋতুতেই
চোখ মেলে রাখা দিনে রাতে।

ভরা বরিষণকালে অঝোর ধারার তলে
সড়ক হারিয়ে যায় জমে থাকা হাঁটু জলে,
সে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে নীরব দৃষ্টি মেলে
হলুদ বাতিটি জ্বেলে দিয়ে,
রাতের অন্ধকার বার বার সরাবার
একরোখা জেদ প্রাণে নিয়ে।

তারিখ: ০১.০২.২০২৪

ঈশ্বরের খোঁজে



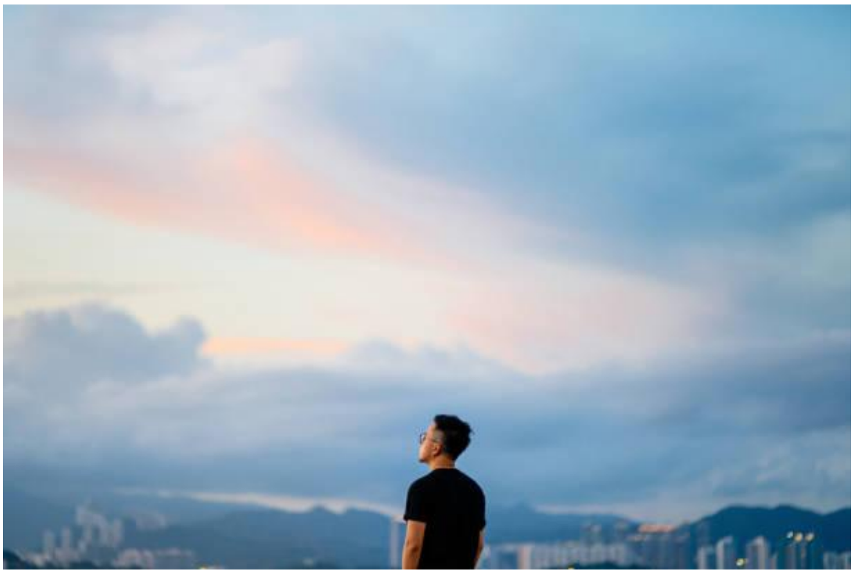
তোমার কর্মে তুমি শুধু ছিলে
ঈশ্বর ছিলোনা,
তোমার দানে ছিলো সম্পদ,
হৃদয় ছিলোনা।

প্রার্থনা শুধু আরো প্রাপ্তির,
ত্যাগ সেথা ছিলোনা,
নিজের সকলি উজাড় করে
অর্চনা ছিলোনা।

কিতাবের অক্ষর পড়েছ,
অর্থ বোঝনি
তাই হেথা সেথা মাথা ঠুকেছ,
ঈশ্বর মিলেনি।

তারিখ: ১৭.০৪.২০২৪

আশার প্রদীপ



হৃদয়ের দ্বার খুলে অনন্তকালজুড়ে
প্রতীক্ষা আমার তব তরে,
সুখের তরণী বেয়ে আকুলিত সুধাভারে
আসিবে কি তুমি মোর নীড়ে?

হেথায় এক্ষণে মোর শ্রাবণের ঘনঘোর,
কালো মেঘের অশ্রু ঝরে পড়ে অঝোর,
মুক্ত সুনীলে রবি জ্বলেনা কত প্রহর,
কেবলি দু:খের দহনে
আমার জ্বলে যাওয়া, শোক-সন্তাপে রওয়া
কতকাল তোমাবিহনে!

আমার বাসনা যত পথের মাঝারে হৃত,
আশাগুলো মেলেনা ডানা,
সুখের কামনা যত নিপীড়িত নিয়ত,
কোনদিন আঁখি মেলেনা।

সুখের বাহন হয়ে আশার প্রদীপ জ্বেলে,
শোকের গগনভালে সুখের ডানা মেলে,
সুখের তরণী বেয়ে শোকের অতল জলে
আসিবে কি শুধু মোর তরে?
হৃদয়ের দ্বার খুলে অনন্তকালজুড়ে
প্রতীক্ষা যে মোর ঘনঘোরে!

তারিখ: ০৬.১০.২০২৩

আলেকজান্ডারের মৃত্যু



সহস্র জনপদ, নগর-শহর-ভূমি
বার বার মোর পদানত,
লক্ষসেনা সমাহারে সমরে সমরে মোর
অর্ধ ভুবন অবনত।

পৃথিবীর সব পথে সব বাধার পাহাড়
লঙ্ঘিত হলো বার বার,
শতকোটি মানবের আকুল অশ্রুধারে
হেলেনি হৃদয় আমার।

দুর্জেয় মহাবীর শিখরে পৃথিবীর
বিধ্বংশী হিংস্র প্রতিক্ষণ,
শত পথ বসুধার হেলায় করেছি পার,
যথা ইচ্ছা আমার গমন!

ব্যাবিলনের স্বর্গে বিশাল দূর্গে আজি
জর্জরিত হীন অবসাদে,
দুরারোগ্য-অসহায়, মৃত্যু সমুখে হায়,
নাই সুখ পরানপাতে!

মৃত্যু দেখেছি কত, ভাবিনি মরণ মোর
আসিবে এমন ক্রূরতায়,
সকাতর অশ্রুধার টলায়নি আমার
হৃদয়ের ধার মমতায়।

বত্রিশ বসন্ত পাড়ি দেয়া যুদ্ধরত,
প্রেমের কাহিনী শত গড়ে নেয়া নিজমতো,
সমুখে মরণ আজি নির্লিপ্তে সমাগত,
কোথা মোর প্রেমের পরশ?
মহাবীর রণভূমে, দানব ত্রিভুবনেতে,
বিরহিত অবোধ হরষ!

যে আছ যেথায় শোন, শেষ আমার কথন:
আমার কফিন বয়ে নিয়ে যাবে চারজন,
বাঁচাতে বিফল সেই মহাজ্ঞানী বৈদ্যগন,
দেখাতে ভুবনে সে সত্য:
মৃত্যু অপরাজেয়, শাশ্বত, অলঙঘনীয়,
মহাবীর মহাপরাজিত!

ছড়াও মানিক্যরাজি যাত্রাপথজুড়ে মোর,
দেখাও সম্পদরাশি রুখে না যমের দোর,
সহস্রজনা কেঁদে বিদারো যাত্রাপথ-
বীরত্ব সমাপ্ত মরণে,
শক্তিমান-মহামতি, অন্তিম পরিণতি-
মরণ একদা নিবে টেনে।

রিক্ত হস্ত মোর ঝুলে থাক বাইরে
নি:স্ব ভিক্ষু যেমত,
পৃথিবী অবাক হয়ে দেখুক নিইনি কিছু,
লুটেছি সম্পদ যত!

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪



আঁধারে প্রদীপ জ্বেলো



যখন হৃদয়পাড়ে ঘন দেয়া ডাকপাড়ে,
দিনের আলোকধার লুপ্ত অন্ধকারে,
গগনে জলদভার রোদনে রোদনে ঝরে
নেভায় প্রাণের দীপশিখা,
যখন পীড়িত প্রাণ আশাহীন-ম্রিয়মান,
আঁধার কোঠরে কাঁদে একা-

সেক্ষণে দিওগো দেখা জ্বালিয়ে প্রাণের শিখা,
দীপালোকে ভাসিও মোরে,
মুছে দিওগো মোর অবারিত আঁখিলোর,
বেঁধে নিও তব বাহুডোরে।

পরশে পরশে মোর সিক্ত করিও প্রাণ,
ভুলিও যাতনা-অভিমান,
প্রেমের আলোকধারে যে নীড় তুলেছি গড়ে
সে নীড় করোনা অবসান।

তারিখ: ৩১.০১.২০২৪

অবোধ্য রয়ে গেলে



তোমার যত কথা বুঝে নিতে চাওয়া বৃথা,
তব পানে চেয়ে তাই হৃদয় মিলাই সদা,
আমারে ডাকিছ নাকি অন্য কারে ডেকে যাও,
না বোঝা আমার কভু হায়,
মোর শুধু দেখে যাওয়া, কভুও কাছে না পাওয়া,
তুমি রওয়া বিমূর্ততায়।

আমার বাতায়নে, কারণে অকারণে তবে
কেন উঁকি দেয়া ক্ষণে ক্ষণে?
আমার লিখার পাতা, যেথায় তোমার নাম,
দেখে যাওয়া কেন নিরজনে?

নিজেরে প্রকাশি মোর স্তব্ধ গগনভালে
ডাক দিয়ে উড়ে যাও সুদূর অসীমাচলে,
সহসা আবার এসে তাকাও ভালোবেসে,
কেমনে বুঝি গো তব প্রাণ?
অজানা ভাষায় তুমি কেবলি বলিছ কথা,
অবোধ্য তোমার গাওয়া গান!

আমা হতে বহুদূরে চিরকাল রয়ে গেলে,
তবু সদা বিরাজিছ আমারি হৃদয়তলে,
তোমার যত কথা আমারে বলিছ নাকি
অন্য কারে শুনিয়ে গেলে?
যদি আমার তরে তোমার যত কথা বলা,
তবে বল মোরে হৃদয় খুলে।

তারিখ: ০৪.০২.২০২৪

ঈদ মুবারাক



ঈদ মুবারাক!
সবাইকে ঈদ মুবারাক!

ঈদের আনন্দ সব প্রাণে বয়ে যাক,
সকল দু:খ-গ্লানি ধুয়ে মুছে যাক,
প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা,
আঁধারে আলোর আশা
সকল প্রাণের মাঝে জাগ্রত থাক।
ঈদ মুবারাক!

তারিখ: ০৯.০৪.২০২৪

স্বপ্ন

স্বপ্নরা আসে যায়,
কখনো থেমে ওরা
হয়তো জীবনে মিশে যায়,
স্বপ্ন সত্য নয়, কখনো সত্য হয়,
ঘুমের অন্তরালে যবে নয়।

বাস্তবতার আকাশে যখন স্বপ্ন আসে,
পক্ষীরাজ নয়, হয়তো বলাকা বেশে,
শুভ্র সারিবদ্ধ অজানায় যায় ভেসে,
সেটুকু স্বপ্ন রয়ে যাওয়া
স্বপ্ন সত্য নয়, কখনো সত্য, যবে
স্বপ্নের কণাটুকু পাওয়া!

ছিন্ন বসনে যবে ভাঙ্গা কুটিরের মাঝে,
অথবা বাস্তুহীন, সড়কের একপাশে,
আঁধার অতলে বা সড়ক-বাতির তলে
প্রবল শীতের আঘাতে
ক্ষুধার রাজ্যে বসে আধোঘুমে-নির্ঘুমে-
স্বপ্নরা নাচে আঁখিতে:

রাজার কন্যারা খাবার নিয়ে আসে,
রাজা-উজির তখন বসনে সাজায় হেসে,
কোতোয়াল নতশিরে হাঁটুগেড়ে বসে,
স্বপ্ন গিলে চলা হাপুসে,
শেষের প্রহরে যবে বাস্তবতার ভীড়ে-
ক্ষুধার পুরানো নাগপাশে!

জীবন যখন যার দু:স্বপ্ন অন্ধকার,
ঘুমে জাগরণে তার স্বপ্ন সমাহার
সেথা প্রশান্তিটুকু শুধু খুঁজে নেবার,
কামনায় সুখের স্বপন,
দু:খের প্রবিধানে স্বপ্ন শুধু সুখ আনে,
পরিহাসে মূর্ত ভুবন!

তারিখ: ১৫.০৪.২০২৪

সেতার



shutterstock.com · 445896310

তোমার সকল তারে পরশ বুলিয়ে আমি
তুলে যাবো নব ঝংকার,
যেমন পরশ তুমি পাওনি কখনো আগে-
নবলব্ধ মোর সেতার।

রাতের অন্তরালে তোমারে রাঙ্গাবো আমি,
তোমার ঝংকারে আকুলিত হবে যামি,
চারিপাশে উল্লাসে সকলে ফিরিবে জানি
রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে সবাই,
ধরার সবার সেথা কেমনে রচা কী গাথা,
সেতারে পরশ রেখে যাই।

প্রণয় প্রতাপে আজ সিক্ততায় ভেসে তুমি
গেয়ে যাবে শত রাগিনী!
আমার পরশে আজ পূর্ণতায় লিখে যাবে
মোদের প্রথম কাহিনী।

রাতের প্রথম ভাগে গাইবে পূরবী রাগে
গভীর ধীর লয়ে শাশ্বত অনুরাগে,
প্রেমের লহরি বয়ে যাবে নিশি মধ্যভাগে,
মুক্ত তখন সব দ্বার,
সেক্ষণে দু'জনা মিলে স্বর্গসুধাভারে
ঝংকারি যাবো শতবার।

রাত্রি গভীরতর, শৃঙ্গার গাঢ়তর,
দীর্ঘ আলাপন সকল তারের পর,
সে পরশে বার বার শিহরিত অন্তর,
তুমি পড়ে বক্ষে আমার,
নুতন রাগিনী বাজে দু'টি প্রাণের মাঝে,
ভালোবেসে মরা বার বার।

যখন রিক্ততায় তখনই পূর্ণতায়,
এমনভাবেই সারা যামিনী কেটে যায়,
দু'টি প্রাণ পাশাপাশি দু'জনারে ভালোবাসি-
নুতন ভোরের কলতান,
ভৈরবী রাগে তদা নবতর ঝংকার,
দেহে-প্রাণে নব উত্থান।

তারিখ: ০৪.০৫.২০২৪

শুধু চেয়ে দেখে গেলে

আমার বাহিরটুকু দেখে গেলে বার বার,
হৃদয়ে মাঝে চাইলেনা,
সেথায় কত কথা তোমার তরে লিখা,
রেখে দিলে সবি অজানা!

(মোর) কপোলে-অধরে কত সুধা ঝরে পড়ে,
আমার হাসিতে কত মুক্তা পড়িছে ঝরে
অমানিশা কুন্তল হৃদয় বিবশ করে,
অধর তোমারে আহ্বানে
নয়নে কাজল দেখে ছবিখানি নিলে এঁকে,
চাইলেনা হৃদয়পানে।

মোর প্রাণের দুয়ার মুক্ত করি শতবার
যখনি তোমার পানে চাই
কামনা রয়েছে যত, মুক্ত করি অবিরত
তোমার গগনে উড়াই।

হাজার প্রাণের আশা তোমাতে প্রতিভাসা
সেথায় অলব্ধতায় তোমার ভালোবাসা

তারিখ: ০৮.০৬.২০২৪

সাঁঝের বেলায় এলে



(তুমি) সকাল বেলার আঁখি মেলা ফুলে
এসেছ সন্ধ্যাকালে,
সারাটি দিবস তোমারই তরে
সে ছিলো হৃদয় মেলে।

তখন তুমি দূর কাননে
রাতে ফোটা শত কুসুম সনে
গেয়ে গেলে গান আন কাননে
সে বনের ফাল্গুনে
রচেছ বাসর সবার সনে
আঁধারে সঙ্গোপনে।

রাতের প্রণয়ে হলে নিষিক্ত,
সারাটি দিবস বিবস রিক্ত,
অন্ধকারে রয়ে গেলে তাই
আলোকিত দিবসে,
সারাদিন তুমি ছিলে আঁধারে,
এলেনাতো তার পাশে!

সন্ধ্যাকালে শুধু খুঁজে পেলে
সকালের কলিরে,
তখনো সে বসে হৃদয় মেলে
কেবলি তোমারই তরে!

সারা দিবসে প্রহরে প্রহরে
ভরা ফাগুনের আকুল সমীরে
কত ভালোবাসা নিয়ে হৃদয়ে
প্রতীক্ষ্য অন্তরে!
শত অলি এলো গান গেয়ে গেল,
ফেরালো সে সবারে।

এখন সাঁঝের আধো আলোছায়
ফেলে যাওয়া সেই বনের সীমায়
এলে পেতে তারে সে পূর্ণতায়
যেমন প্রাতের কালে,
যখন সে শুধু তোমারেই পাশে
চেয়েছিলো আঁখি মেলে।

প্রভাতবেলা রংয়ের মেলা
পাপড়িতে তার করেছে খেলা,
সুরভিতে তার ভুবন উতলা,
তবু একা আপনাতে
বসেছিলো সে সারাটি দিবস
তোমারেই কাছে পেতে!

তারিখ: ২৩.০৪.২০২৪



ষোড়শী কনে



ষোড়শী কনে, তুমি নুতন ফাগুনে বনে
কেন ছিলে নরক দহনে?
আকুলে বয়ে যাওয়া ঝর্ণাধারার তলে
শীতল হলেনা সেক্ষণে!

ষোল কলায় যবে আছিলে পূর্ণতায়,
ভরা বসন্ত যবে তোমাতে বয়ে যায়,
সব শাখে পল্লবে নীরবে সরবে যবে
শত পাখি তব পানে চায়,
সহস্র ফুলদল ভুবন করে উতল
তোমারে সুরভি ছড়ায়;

সেই মহাসমারোহে অনলদাহে কেন
জ্বলে পুড়ে ছারখার তোমার ভুবন হেন?
আকুলিত নির্ঝর শীতল করেনি কেন
তোমার কোমল দেহ-প্রাণ!
সহস্র ভ্রমর কেন সুধা আহরি গেল,
সেক্ষণে না গেয়ে গেল গান!

তারিখ: ১২.০৪.২০২৪

শ্রাবণ আগমনী



ফুল যদি দিলে তবে কাঁটার আঘাত কেন,
কানন কি শুধু কাঁটাময়?
ফাগুন সমীরে বনে কেমনে বহিয়ে গেলে
অযাচিত বোশেখী প্রলয়?

মুক্ত গগনে যবে মোদের উড়ে চলা,
দীপ্ত রবির যবে সোনালি ডানা মেলা,
দিগন্তে উড়ে চলে সুখী মেঘের ভেলা,
কাননে কাননে ফাল্গুনী,
সেক্ষণে কেন গো রচা বারিধার-ঘনঘটা,
শোনানো শ্রাবণ আগমনী?

সুখের প্রহরে যবে ভালোবাসাধার ঝরে,
প্রেমের গাহন যবে সাজানো কুঞ্জনীড়ে,
শত দীপের আলো বাসর রেখেছে ঘিরে,
কেন তদা রোদনে রোদনে
সুখের সকল গান হলো আজি অবসান
প্রাপ্তিহীনতা এলো প্রাণে?

ভালোবাসায় কেন সহসা হতাশা এলো,
কাঁটার জ্বালা অন্তরে?
সাজানো সুখের তরী শত পথ দিয়ে পাড়ি
ডুবে গেল দু:খ পারাবারে!

তারিখ: ১১.০১.২০২৪

শেষ পারাপার



তোমার তরীতে মোর ঠাঁই হবে কি'গো সাঁই,
পাড়ের ঠিকানা জানা নাই,
সমুখে পারাবার কোটি লহরিমালার,
ঘন দেয়া ডাক দিয়ে যায়।

পথের চলা মোর সারাটি জনমভর,
শত প্রহর গেল পাড়ি দিতে প্রান্তর,
বিরতিবিহীন পথে ফিরেছি নিরন্তর,
ক্লান্তিতে মাথা নুয়ে পড়া,
কোথাও আমার কোন অবকাশ হলোনাকো,
সারাটি জনম নীড়হারা।

এখন সাঁঝের বেলা শেষ হলো পথচলা,
একাকী পাড়ের সীমানায়,
শেষের পারাপারে নাওগো আমারে তুলে,
নিয়ে যাও শেষ ঠিকানায়।

তারিখ: ১৫.০৩.২০২৪

শ্রাবণ হতে শ্রাবণ



এখনো সকল কথা হয়নি বলা তোমায়,
না শুনে ফিরোনা অজানায়,
হৃদয়ে সেটুকু কথা ধরে রাখা এতকাল
শোনাতে লুব্ধ বাসনায়!

সেদিনও শ্রাবণ রাতে তুমি ছিলে মোর সাথে
নিকষ মেঘের গানে অঝোর ধারাপাতে,
প্রদীপ নিভেছে, তবু হৃদয় বলে গেছে
অস্‌ফুটে শত কাহিনী,
বাদলের আঁধারেতে তুমি ছিলে মোর সাথে,
তবু না বলা সেই বাণী।

আবার শ্রাবণ রাতে অঝোর ধারাপাতে
এলে কি মনের ভুলে পুরানো সে আঙ্গিনাতে?
যদি গো এলেই তবে রয়ে যেও মোর সাথে
শুনে যেতে না বলা বারতা,
প্রলয়পাতে ভুবন কেঁদে যাবে সারাক্ষণ,
তুমি শুনে যেও মোর কথা।

শ্রাবণ হতে শ্রাবণ – দীর্ঘ পরিক্রমণ,
বিরহ বিষাদে প্রাণে কতনা আন্দোলন!
কত ঋতু হলো পার, জমানো বিষাদভার,
হারালে কেন গো বিজনে?
শরৎ-হেমন্ত-শীতে পাইনি তোমারে খুঁজে
একাকিনী ভরা ফাল্গুনে!

আজি এ শ্রাবণে মোর খুলে হৃদয়ের দোর
শোনাবো আমার ফাল্গুনী,
সেথায় শুনিয়ে যাবো আমার কাহিনীমাঝে
না বলা আমার সেই বাণী।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৪

বসুধা মাতা



প্রভাতে যবে কাননপাড়ে
কী আনন্দে বিকশিত!
কত সুরে গানে অবগাহনে
বনমাঝে প্রভাসিত।

সে ক্ষণে গগনে পক্ষ প্রসারী
কতবার আমি চলেছি উড়ি
আপনার সুখে গগনে পবনে
মেঘে মেঘে উড়ে চলা!
আবার ফিরে সখা-সখী সনে
হৃদয়ের কথা বলা।

যা কিছু পাওয়ার ছিলো যতবার,
ভুবন আমারে দিলো ততবার
ভুবনের যত সুখ সমাহার
সকলি হলো আমার,
পৃথিবীর কাছে আরো কি ছিলো
কিছু চেয়ে নেবার?

বসুধা মাতা কভু কোনদিন
বলেনিতো: ফিরে যাও,
প্রতিদিন মোর এত নেয়া হলো,
তবু বলে: আরো নাও।

ভুবন হতে এত আহরণ,
কণাটুকু কভু নয় নিবেদন,
নীমিলিতাক্ষে শুধু বিচরণ,
মগ্ন আপন ধ্যানে,
শুধাইনি কভু বসুধা মাতারে
কত শোক তার প্রাণে!

প্রাণের প্রদীপ যবে নিভে যাবে,
সেই বসুধাই বুকে টেনে নিবে
শুধাবে না কভু ক্ষণিকের তরে:
দাও নি তো কিছু মোরে,
বক্ষে লালিত এতটি প্রহর
কেবলি নেবার তরে!

তারিখ: ২১.০৫.২০২৪



নীরব প্রয়াণ



এত কাছে যারা আছে, হয়তো রয়ে যাবে,
কোনদিন যারা ছিলো দূরে সরে গেল কবে,
হয়তো আরো কারো সমুখে নীরবে এসে
রয়ে যাওয়া কিছুটা সময়,
আমার প্রত্যাগমন কারোরই না দেখা যেন-
চোখের আড়ালে শান্তিময়!

না কারো আহাজারি, না কোন দু:খবারি,
হাহাকার নয় কোন হৃদয় বিদীর্ণ করি,
বিদায়ের ক্ষণ মোর কেবলি আমারই হোক-
চুপিসারে চিরপ্রস্থান,
নীরবে চলেছি পথে একাকী, না কারো সাথে,
নীরবেই হোক এ প্রয়াণ!

যা কিছু পাওয়ার ছিলো সবই তো পাওয়া হলো
জীবনের কাছে ঋণী – সবই তো দিয়েই গেল,
যেটুকু গড়েছি প্রাণে, লিখেছি আমার গানে,
সেটুকুই রেখে যেতে পারা,
আমার বিদায় তাই না কারো জানা-বোঝা,
কারো কিছু কভু না হারা!

ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি, আনন্দ অনুভূতি,
শোক-পরিতাপহীন জীবনে চলার গতি,
দেখেছি আনন্দ কত, সুখেবারি অবিরত
দূর হতে চেয়ে কারো পানে,
আমি তো ছিলেম নাকো, না রওয়া মোর না কারো
হাসি-গানে, শোকে রোদনে।

জীবন আমার শুধু একটি সমতল,
বন-পাহাড়হীন, নাই ভাদরের জল,
ঋতুরা আসেনা হায়, নাই মেঘ নীলিমায়,
দিন আসে, দিন চলে যায়,
রাত্রিরা নেমে শুধু ভুবন করে আঁধার,
জোনাকিরা বৃথা জ্বলে যায়!

এমন জীবনে কার কত কী'বা আসে যায়!
বেঁচে থাকা বাঁচার তরে,
ভুবনের পথজুড়ে একরঙ্গা ফুল-পাতা,
মরণও তো বাঁচারই তরে!

তারিখ: ২৫.০৫.২০২৪



নিহত সবুজ বন



প্রেম তুমি এসেছিলে মোর ভরা ফাল্গুনে,
তখন কাননে নয় ছিলেম গগনে, আমি
ধাবিত ভ্রান্ত প্রাণে অন্য সুরের গানে
না দেখে তোমারে বনতলে,
কতবার ডেকেছিলে হৃদয় আকুল করে
আমি সরে গেছি দূরাচলে!

আকাশ বলেছে মোরে: প্রেম এসেছে ওরে
না উড়ে আমার ভালে, যা ফিরে কাননতলে
নীড় বাঁধার সময় হলো ছায়াবীথীতলে,
ভালোবাসা প্রতীক্ষ্য আকুলে,
আমি তো চাইনি ফিরে, খুঁজেছি অসীমে কারে!
প্রেম একা বনের শীতলে!!

যতকাল ঊর্ধ্বপানে তাকানো ভ্রান্ত প্রাণে
আরো অনেক বেশি বিভ্রান্ত অশুভ তানে,
না শোনা কভুও কত বিষণ্ণ রোদনে ছিলো
আমার প্রথম ভালোবাসা,
ডানার আঘাতে আমি ধসেছি সবুজ বন,
অঙ্কুরিত মোর নব আশা।

অসীমের ঊর্বশী শুধু দিয়ে গেল হাসি,
চোখের পলকে শুধু বলে গেল ভালোবাসি,
কখনো বলেনিতো "তোমার কাননে আসি
গড়ে যেতে সুখের বাসর,
সেথায় তোমারে নিয়ে সারা জনমের তরে
সাজাবো প্রাণের আসর!"

যখন জীর্ণ ডানা, উড়ে যেতে আর মানা,
পালক বর্ণহীন, বজ্র প্রাণে দিলো হানা,
সেক্ষণে আকুলে চাই ধসিত কাননে মোর,
আছে কি সে আজো প্রেমধারে?
ফেলে যাওয়া প্রেম, তারে পাইনি কাননপাড়ে,
বিলীন হুতাশে অন্ধকারে!

তারিখ: ২৮.০৫.২০২৪



বাবাদেরও অশ্রু ঝরে



মহাকালের ওপাড়ে অন্য ভুবনে মোর
বাবার সাথে দেখা সবুজ বনের ধারে,
যেথায় শিশুর বেশে প্রজাপতির পিছে
তার ছুটে চলা, খেলা করা,
আমারও বাবার সাথে একসাথে মিলেমিশে
গাছে ওঠা, ফড়িং ধরা!

বাবা আর ছেলে মিলে বনের মাঝে মোদের
কত লুকোচুরি খেলে যাওয়া,
যেমন শিশুবেলা বাবার সাথে খেলা
যখনি একটু সময় পাওয়া।

হঠাৎ কাঁটালতায় বাবার জড়িয়ে যাওয়া,
যেমন শিশুকালে আমার পড়ে যাওয়া,
আমি তো কেঁদেছি এসে বাবার কোলে বসে,
বাবা কাঁদেনিতো এ বেলা!
কাঁটার জ্বালা সয়ে নীরব যে গেল রয়ে
ছোট্ট বাবা এ খেলায়!

ক্লান্ত খেলার শেষে শুধাই অবশেষে:
বাবা, তুমি এখানে তো রয়েছ শিশু বেশে,
নীরব কেন তবে রইলে অনুভবে,
কাঁটার জ্বালা গেলে সয়ে!
বাবা তখন বলে: কাঁদতে ভুলে গেছি,
বহুকাল যাতনা বয়ে।

যখন আমি তারে নিলাম বক্ষপরে,
অনেক কেঁদে গেল আমারে জড়িয়ে ধরে,
এত অশ্রুনদী জমানো হৃদয়পরে,
বুঝিনি ভুবনে কোনদিন!
তার হৃদয়পানে কারো না তাকানো কভু –
বাবাদেরও অশ্রু ঝরে!!

তারিখ: ০১.০৬.২০২৪
(Nikita Gill এর “In another universe, I meet my father” কবিতার আঙ্গিকে রচিত)



পূর্বপুরুষ



কতকাল মোর আঙ্গিনাপাড়ে
মহাবৃক্ষ আছে দাঁড়িয়ে
রাতে-দিনে-প্রাতে সকল ঋতুতে
সব দাহে, প্রপাতে,
শাখা-পল্লবে, পাতায় ফুলে
ঋজু শত ধারাপাতে।

কত ঝড়, কত বারিধার এলো,
কত পাতা বার বার ঝরে গেল,
কত ফাগুনের পাগল সমীরে
মহাতরু দুলে গেছে,
শ্রাবণের ধারে অঝোর প্রপাতে
কতবার কেঁদেছে!

কভু তারে আমি ভাবিনি বৃক্ষ,
সে যেন আমার পাঁজরে বক্ষ,
আমার দেহের অঙ্গশোভা,
সারা জনম আমার,
সে যেন মোর প্রাণের পুরুষ
আমারে দেখে যাবার!

একদা রাতের নীরব প্রহরে
আমি বসে তার রুক্ষ শিকড়ে
শুধাই তারে: মহীরুহ মোর,
দেখিছি জনমভর,
আমার বাটীর আঙ্গিনাপাড়ে
দাঁড়িয়ে কত প্রহর!
তুমি ছায়া দাও, কুসুমে সাজাও,
শত জীবেরে নীড় বেঁধে দাও,
তোমার সবুজে নয়ন জুড়াও,
প্রশান্তি বহাও,
নাই কি তোমার কোন ক্লান্তি,
দু:খ কভু না পাও?

মহীরুহ কয় সরসরি পাতা,
ভেদী রজনীর কালো স্তব্ধতা:
প্রপিতামহ আমি তব হেথা,
তোমাদের দেখে যাই,
আরো যত গাছ, বনলতা ঘাস
সকলে আমরা তাই।

তোমাদের তরে মোরা দাঁড়িয়ে,
ভুবন ছেড়ে যাইনি হারিয়ে,
যতটুকু সুখ এনে দিতে পারা
তার তরে লড়ে যাই,
তোমাদের লাগি ভুবন সাজাতে
নিজেরে বিলিয়ে যাই।

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৪

পথিক



ভুবনে যত প্রাণের সতত আগমন,
সুখের বাসরে কি'বা দু:খলোরে বিচরণ,
পুষ্প কানন হতে প্রান্তরে প্রব্রজন -
সকলি ক্ষণিক আয়োজন,
নশ্বর মৃন্ময়ে কিছুটা সময় রয়ে
আলোকে আঁধারে গাহন।

যেমন পথের পাশে কিছুটা অবকাশে
পথিক বৃক্ষছায় একটুখানি বসে
পথের চলা আবার শুরু করে অবশেষে
দেহ প্রাণ প্রশান্ত হলে,
তেমনি বিশ্বময় প্রাণের আসা যাওয়া
কণা অবকাশের ছলে।

অমোঘ চলার পথ অসীম মহালোকে
অনন্তকাল হতে অসীম কালের মাঝে,
মহাশক্তি নির্ধারিত চির শাশ্বত সাজে
পৃথিবী ক্ষণিক অবকাশে,
অসীমে কেমনে রওয়া, সেটুকু বুঝে প্রাণের
প্রত্যাগমন অবিনাশে।

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৪

ঝড়ের পাখির গান



ঝড়ের পাখিরা কভু গায়না তেমন গান,
কভুও রচেনা তারা সেই স্বরলিপি তান,
যে গান শোনার তরে প্রেমের কাহিনী গড়ে
আকুলিত হয় সুখী প্রাণ,
প্রলয়ে ধসিত নীড়ে অনেক দু:খ নীরে
কত শোক প্রবাহমান!

ধ্বংশলীলার বনে বিধ্বংশী আলোড়নে
ধ্বংশ প্রেমের গান নি:স্ব পাখির প্রাণে,
কন্ঠে বাজেনা সুর প্রেমের আলাপনে,
জীবনের ছন্দপতন,
বিহঙ্গ ফিরে যায় দূর দিগন্তপাড়ে-
ধ্বংশলীলার আগমন।

সুখের বাসর যারা গড়েছ সুখের নীড়ে,
আপন আপন সুখ বয়ে যাও সুনিবিড়ে,
আনন্দ কলতান যত রয়েছে প্রাণে
সবটুকু ধরে নিজ প্রাণে,
প্রশান্তির ভুবনে তোমার সুখের বানে
বিরাজ আনন্দ কলতানে।

যুদ্ধে যুদ্ধে যার জীবন করা পার,
সমরাঙ্গনে যার শত স্মৃতির পাহাড়,
রণ দামামার গান তার শুনে যাবার,
আহত-ক্লান্ত রক্তধার!
মধুর আলাপনে কেমনে গাইবে সে?
ভাঙ্গা তার সুরবাহার।

তারিখ: ১৪.০১.২০২৫

